দৈনিক সংবাদ

MAR. 07 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

মাওলানা মান্নানের জমিয়াতুল মোদাররেসিন

মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছ থেকে ৭ কোটি টাকা আদায়ের পরিকল্পনা

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবি পূরণের নামে মওলানা মান্নানের বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসীন ৭ কোটি টাকার বেশি আদায়ের পরিকল্পনা নিয়েছে বলে পেঁচে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধানদের জন্য পৃথক বিশেষ সম্মেলনকে সামনে রেখে দেশের সকল মাদ্রাসা প্রধানের কাছে চাঁদা হিসেবে ওই টাকা পাঠানোর জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির রাজশাহী বিভাগীয় কমিটি একে ভাওতাবাজি ও প্রতারণা বলে উল্লেখ করে চাঁদা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চাঁদা না দিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের সকল স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধানকে আহবান।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জমিয়াতুল মোদার্রেসীনের ওই বিশেষ সম্মেলন আগামী ১১ই মার্চ সকালে সংগঠন চত্বরে বা গাউছুল আযম কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছে। এ বিশেষ সম্মেলনে ২ হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করে দেশের সকল স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষককে অংশ নিতে চিঠি দেয়া হয়েছে। জমিয়াতুল মোদাররেসীনের মহাসচিব মওলানা এম.এ. লতিফ ও যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা রহুল আমিন খান সইকৃত ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, "সম্মেলনে সভাপতিত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা করবেন, জমিয়াতুল মোদাররেসীনের সভাপতি আলহাজ্ব মওলানা এম.এ. মান্নান"।

চিঠিতে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার তথ্য দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট ছক হয়েছে, যারা ওই ছকে বিস্তারিত তথ্য দেবেন তারা সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি বা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থীদের মতো সুযোগ সুবিধা পাবেন। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, যেসব মাদ্রাসায়-কমিটির মঞ্জুরি শেষ হয়ে গেছে সেসবের মঞ্জুরি নবায়ন করে দেয়ার ব্যাপারে আইনত সবরকম সাহায্য করা হবে। এতে আর উল্লেখ করা হয়েছে, "১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত যত মাদ্রাসা তাদের স্বীকৃতি মাদ্রাসা বোর্ড থেকে পেয়েছে, এমন সকলকে বেতন পাওয়ার তালিকাভুক্ত করে সরকারের কাছে পাঠাবো। গত সরকার মাদ্রাসায় টাকা দেয়নি সেজন্য আপনারা দায়ী নন। বর্তমান সরকারের দ্বারা আশা করি এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা যেসব সুযোগ সুবিধা পায় তা আপনারাও পাবেন। আমরা বর্তমান সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এসব আদায় করে নিতে সক্ষম হবো। অতএব, আপনারা যারা ১৯৭৮ সালের পর যে-কোন সময় মাদ্রাসার ও কমিটির মঞ্জুরি লাভ করেছেন এবং পূর্ণদ্যোমে মাদ্রাসা শুরু করেছেন, এরিয়ার মঞ্জুরি সহজভাবে যাতে পেতে পারেন ইনশাআল্লাহ সে ব্যবস্থা আইন ও বিধি মোতাবেক করে দেয়ার চেষ্টা করব। সম্মেলনে অন্যসব কথা বিস্তারিত শুনতে পারবেন'।

এই রকমভাবে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিঠির শেষাংশে সদস্য চাঁদা বাবদ ১৯৯২ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ১ হাজার ৮শ' এবং সম্মেলন চাঁদা বাবদ মোট ২ হাজার টাকা বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসীনের নামে একাউন্ট পেয়ি ড্রাফট নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যারা চাঁদা দেবেন কেবল তারাই ওই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষকগণ জমিয়াতুল মোদাররেসীনের আওতাভুক্ত নন। তাদের শিক্ষক সমিতির আলাদা সংগঠন রয়েছে। সারাদেশে এই এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা মোট ১৮ হাজার ১শ' ৯৫। অর্থাৎ প্রতি মাদ্রাসায় ২ হাজার টাকা হিসেবে মোট ৩ কোটি ৬৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা চাঁদা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল। শুধু এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোতে নয়, সারাদেশের কামিল, ফাজিল, আলিম ও দাখিল মাদ্রাসার প্রধানদের কাছেও আলাদাভাবে অনুরূপ চিঠি দেয়া হয়েছে। এ মাদ্রসার শিক্ষকগণ জমিয়াতুল মোদাররেসীনের অন্তর্ভুক্ত।

দেশের ১শ' ৪৫টি কামিল মাদ্রাসার প্রধানদের চাঁদা ধরা হয়েছে ৮ হাজার, ৯শ' ৯৩টি ফাজিল মাদ্রাসার ৬ হাজার এবং ১ হাজার ১শ' ১০টি আলিম মাদ্রাসার ৫ হাজার এবং ৫ হাজার ৭শ' ৬৯টি দাখিল মাদ্রাসার চাঁদা ধরা হয়েছে ৪ হাজার টাকা করে। তবে লক্ষ্যণীয় এতবেদায়ী মাদ্রসার প্রধানদের জন্য বিশেষ সম্মেলন ১১ই মার্চ আহবান করা হলেও জমিয়াতুল মোদাররেসীনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ডাকা হয়েছে ৯ই মার্চ।

ওই চিঠি পাওয়ার পর বাংলাদেশ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা সমিতির রাজশাহী বিভাগীয় কমিটি গত ২রা ফেব্রুয়ারি এক সাধারণ সভা করে। সংগঠনের বিভাগীয় কমিটির সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক মণ্ডলের সভাপতিত্বে ওই চিঠি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, জমিয়াতুল মোদাররেসীন গত ২০ বছর ধরে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার কাছে থেকে বারবার চিঠির মাধ্যমে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে; কিন্তু তারা আমাদের মাদ্রাসার উন্নয়নের ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন করে না।

ওই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের জানান, মওলানা মান্নান এর আগেও এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছ থেকে ভাওতাবাজি করে চাঁদা নিয়ে দৈনিক ইনকিলাব বের করে তা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। ঠিক তেমনি ইনকিলাব টেলিভিশনের জন্য নতুন করে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করছে।